ঝিনাইদহের মিঞা জিন্নাহ আলম ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মিঞা জিন্নাহ আলম ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আসছে নানা অনিয়মের অভিযোগ। নিয়োগ বাণিজ্য করে তিনি গড়েছেন অঢেল সম্পদের পাহাড়। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজটি। নানা অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আলোচিত এই অধ্যক্ষ চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার সময় পড়েছেন গ্যাড়াকলে।

নিয়োগ জালিয়াতি করে একই পদে দুইজন শিক্ষক নিয়োগ, ডিগ্রি থেকে উচ্চমাধ্যমিক শাখায় ও উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি শাখায় স্থানান্তর করেও কামিয়েছেন কাড়ি কাড়ি টাকা। ২০১৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপান উমেদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাব্দার হোসেন মোল্লা। ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে হলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বশিক্ষিত সাব্দার হোসেন মোল্লাকে ডিগ্রি পাস দেখিয়ে শিক্ষাবোর্ডে সুপারিশ পাঠিয়েছেন। একই সাথে বিদ্যুৎসাহী পদে মোস্তাফিজুর রহমানকে মনোনীত করে সুপারিশ পাঠান। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, মোস্তাফিজুর রহমানেরও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিলনা বিদ্যুসাহী সদস্য হওয়ার।

২০১৩ সালের ২২ আগস্ট এই দুইজনের পক্ষে ডিও লেটার দেন তৎকালীন এমপি আব্দুল হাই। আদতে সাব্দার হোসেন মোল্লার প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই বলে জানাগেছে। কাজেই শিক্ষানীতিমালা অনুযায়ী তিনি কোন ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে পারেন না। অথচ এই কমিটি দিয়ে ২০১৫ সালের জুন মাসে জালিয়াতির মাধ্যমে ৭টি পদে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে হাতিয়েছেন প্রায় কোটি টাকা। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, সাব্দার হোসেন মোল্লা গাড়াগঞ্জ গার্লস স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন সেখানে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখান এসএসসি পাস।

অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নিয়োগ দিয়ে কোটি কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার লোকজন। তারা এই

কমিটির নিয়োগ দেওয়া শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের অবৈধ বলে দাবি করেন। তারা বলেন, এসব নিয়োগ বাতিল করে পূণরায় স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিতে হবে। এবিষয়ে জানতে সাবেক অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলামের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। জানাগেছে, দুর্নীতির মাধ্যমে তিনি হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বিভিন্ন জায়গাসহ কুষ্টিয়া শহরে নামে বেনামে বিপুল সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন।

মেহেরপুরে চিকিৎসক ভাতিজার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সংবাদ সম্মেলন চাচার

বন্টনকরা মিমাংসিত জমি দখল করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ তুলে চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার দুই চাচা আব্দুল হালিম ও মনিরুল ইসলাম।

আজ সোমবার (০৪ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে তারা এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল হালিম বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মৌজায় আমার পৈত্রিক সম্পত্তি ২৯ শতকের মধ্যে ১২ শতক জমি ২০০৪ সালের ১৪ মে বণ্টননামা মূলে পেয়ে আমি ভোগ দখল করি এবং আমার অংশের ডোবা শ্রেণীর জমি আমি অনেক অর্থ ব্যয়ে মাটি ভরাট করে পাকা একতলা বসত বাড়ী নির্মাণ করি। আমার ভাই মোঃ আব্দুল লতিব তার ছেলে মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন, ছোট ছেলে আমির হাসান হিমেল (মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক) আমাদের পৈত্রিক বাড়ীতে বসবাস করে এবং আমাদের পিতার মৃত্যুর পর আমার অংশের মূল্য অনুমান ২০ বৎসর পূর্বে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নির্ধারণ করে আমাকে নগদ অর্থ পরিশোধ করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে আমাকে কোন অর্থ প্রদান করে নি, টাকা চাইতে গেলে খুন জখমের হুমকী দেয়।

আমার দীর্ঘদিনের ভোগ দখলকৃত মেইন রাস্তা সংলগ্ন বাড়ির সামনে ০৩ শতক জমি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছে। এমতাবস্থায়, আমার লতিব ও তার দুই ছেলে আমার অসহায়ত্বের সুযোগে গত ১২ অক্টোবর সকাল অনুমান ১০ টার দিকে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন লোক মারফত হুমকী প্রদান করে এবং পরের দিন জায়গার উপর গাছ কেটে ফেলে আমাকেসহ আমার পরিবারের সদস্যদের মারধর করে জমিটি জবরদখল করে নেয়। পরবর্তীতে আমরা আদালতের স্মরাণাপন্ন হয়। মামলা দায়ের করলে আদালত দখলকৃত জমির উপর ১৪৫ ধারা জারি করে স্থিতি অবস্থানে থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন।

আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ২০ অক্টোবর আব্দুল লতিব, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল ও মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন সন্ত্রাস বাহিনী নিয়ে দখলকৃত জমিতে অনাধিকার প্রবেশ করে জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করে। তাদের বাধা দিতে গেলে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন নিজে সহ তার নির্দেশে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল আমার স্ত্রীকে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারে এবং মাথার চুল ধরে মাটিতে টানাহেচড়া করে। এসময় আব্দুল হালিমের স্ত্রী রজিনার দেবর মনিরুল ইসলাম চঞ্চল তাকে বাঁচাতে ছুটে এলে তাকেও মারধর করে গুরুত্বর আহত করে।

দর্শনায় প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীনের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা মেমনগর বিপ্রদাশ মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের দৃর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীন আহমেদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্নসাতের নিরিক্ষা ও তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্র ছাত্রীরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

শিক্ষার্থীরা এ সময় বলেন, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি আলী আজগার টগরের যোগসাজশে স্কুলের বিভিন্ন ফান্ডের টাকা আত্নসাত করেছে বলে ছাত্র ছাত্রীরা অভিযোগ করেন। এমপির দাপটে ল্যাবের ভিতরে ছাত্র ছাত্রীদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীনের বিরুদ্ধে ছাত্র ছাত্রীরা বলেন স্কুলের বিভিন্ন বাজেট আসে সে সব টাকাও আত্নসাত করেছে বলে অভিযোগ করে।এ সব দৃর্নীতিবাজ শিক্ষককে তদন্ত পৃর্বক ও প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন করে ছাত্র ছাত্রীরা। পরে ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষন ও বিক্ষোভ মিছিল করে।এ মানববন্ধন আয়োজন করে প্রক্তন ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীরা ।

এ বিষয়ে মেমনগর বিপ্রদাশ মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করা হলে মুঠো ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে মেমনগর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক একরামুল হক বলেন,অর্থ আত্নসাতের বিষয় তদন্তের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। এছাড়া জেলা শিক্ষা অফিস ডিসি অফিস ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্বারকলিপি প্রদান করেছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা মাধ্যামিক শিক্ষা অফিসার এস এম বজলুর রশিদকে কয়েকবার ফোন দিলেও ফোন রিসিভ করেনি।

মুজিবনগরের বালি ও মাটি খেকো জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরের বালি ও মাটি খেকো জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ উঠেছে। অবৈধ বালি উত্তোলন ও বিক্রি, বিভিন্ন জায়গার মাটি জোর পূর্বক কাটা, অন্য মাটি ও বালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়সহ ইটভাটা মালিকদের কাছে সুদের বিনিময়ে টাকা দেয়াসহ নানা অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এক ফল

ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদাবাজীর অভিযোগে মামলাও হয়েছে তার বিরুদ্ধে। গত ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর গা ঢাকা দিয়েছে বলে এলাকায় গুঞ্জন। তবে অন্তারালে থেকে অবৈধ মাটি ও বালির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানাগেছে।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর সুদৃষ্টি থাকায় মুজিবনগরে অবৈধ মাটি ও বালি উত্তোলন ও বিক্রির একচ্ছত্র আদিপাত্য ছিল জাহাঙ্গিরের। মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা হলেও তার আদিপাত্য ছিল পুরো উপজেলা জুড়ে। জাহাঙ্গীরের অনুসারিদের নিয়ে সে গড়ে তোলে সিন্ডিকেট। তার আর্শিবাদ ছাড়া কেউই মাটি ও বালির ব্যবসা করতে পারিনি। পুরো উপজেলায় যেখানেই এইচবি রাস্তা নির্মান হোক না কেন, মাটি ও বালি জাহাঙ্গীরের কাছ থেকেই নিতে হবে। তা না হলে প্রতি গাড়িতে ১শ টাকা চাদা দিতে হবে, এটা ছিল জাহাঙ্গীরের আইন।

জান মোহাম্মদ নামের একজন জানান, জাহাঙ্গীর অন্য বৈধ ব্যবসাীদের সে জিম্মি করে ফেলেছে। তার অনুমতি ব্যতীত কেউই ব্যবসা করতে পারবে না বলে নির্দেশ দেই সে। এছাড়াও অনেকেই তার নির্যাতনের শিকার হয়ে পথে বসেছে।

ফিরোজ নামের একজন জানান, মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান, আনন্দবাস, স্বরসতিখাল ও বিশ^নাথপুর ঘাটের মাটি ও বালি সে ক্ষমতার দাপটে তুলে বিক্রি করেছে। একই এলাকার মোসারফ নামের আরেক জন জানান, আমি ৮০০শ গাড়ি মাটি সরকারি রাস্তার ধার দিয়েছি। প্রতি গাড়িতে ১শ টাকা করে জাহাঙ্গীরকে চাদা দিতে হয়েছে।

রাস্তার এইচবি করার জন্য নির্ধারিত কিছু পিআসি ও স্থানীয় ইউপি সদস্য জানান, গোটা উপজেলায় যেখানেই এইচবি করণ আর পাকা রাস্তা নির্মান করা হোক না কেন, জাহাঙ্গীরের সাথে ইট, বালি ও মাটি নিতে হবে। তা না পিআইসি বাতিল না হয় কাজে বাধা দিতো।

শুধু তাই নয় স্থানীয় বেশ কিছু ইটভাটা মালিকও জাহাঙ্গীরের কাছে জিম্মি ছিল। প্রতি সিজনে দাম যাই হোক দুই নাম্বার ইট দিতে হবে ১১ হাজার টাকাই। এবং সেই ইট বিভিন্ন ঠিকাদার ও পিআইসির কাছে বিক্রি করে ১৪ হাজারে।

তার এসব অপকের্মর ব্যাপরে জানতে উপজেলা প্রশাসনের কাছে জানতে চাইলে অফিসিয়ালি কেউই মুখ খুলতে চাইনি। তবে কয়েকজন জানান, সাবেক মন্ত্রীর ভয়ে জাহাঙ্গীরের অপকর্মের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া

সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের সাথে যোগাযোগ করা তিনি বিএনপি ও জামায়ত নেতাদের নাম করে সাংবাদিকদের নিউজ না করতে চাপ দেন। সেই সাথে সকল অভিযোগের কথা অস্বিকার করে।

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের সহকারী পরিচালকের বিরুদ্ধে পাহাড়সম দুর্নীতির অভিযোগ

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতাল ও অন্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক মিলন হোসেনের বিরুদ্ধে নানা অনিময় ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালকের বরাবর লিখিত ভাবে দিলেও অদৃশ্য কারণে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এতে চরম ক্ষুব্ধ হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। অভিযোগে জানা যায়, মিলন হোসেন ১৯৯৯ সালে চক্ষু হাসপাতালে হিসাব রক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অন্যান্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতী না হলেও কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে কয়েকদফায় নিজের পদোন্নতী করিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতী পেয়েছেন।

হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ মিলন হোসেন হাসপাতালের চশমা ক্রয়, সাইনবোর্ড নির্মাণ, মোটর সাইকেলের সেড নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি অফিসে আসেন না। কর্মচারীদের সাথেও র্দূব্যবহার করেন তিনি। হাসপাতালে সরবরাহকৃত ঔষধ, উপকরণ, লেন্স ক্রয় থেকে শুরু করে সকল কেনাকাটায় অনিয়ম করেন তিনি। হিসাব রক্ষক থাকাকালে অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব পালনের নামে প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা নিতেন। নিজের আত্মীয় স্বজনদের বিনামুল্যে চিকিৎসা করান।

হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট সার্জন ডা: মোঃ আব্দুল হালিম বলেন, মিলন হোসেন ঝিনাইদহের সদ্য সাবেক জেলা প্রশাসক এস এম

রফিকুল ইসলামের সাথে যোগসাজস করে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই মোটা টাকার বিনিময়ে জনবল নিয়োগ দিয়েছেন। আমাদের কোন পদন্নতী না হলেও তিনি পদোন্নতী বাগিয়ে নিয়েছেন। সম্প্রতি হাসপাতালের কর্মকর্ত-কর্মচারীরা তার বিরুদ্ধে কথা বললে তিনি ছুটির অজুহাতে এখন অফিসে আসেন না। আমরা চাই সমাজসেবা কার্যালয়ে যে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি তার সুষ্ঠু তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

সিনিয়র ল্যাব সহকারী তরিকুল ইসলাম বলেন, এর আগে মিলনের দুর্নীতির ধরে ফেলায় ২ জন কর্মচারীকে বহিস্কার করা হয়। এতদিন তার বিরুদ্ধে আমরা কথা বলতে পারিনি। আমরা হাসপাতালের ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অভিযোগ দিয়েছি। কিন্তু অদৃশ্য কারণে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা যে অভিযোগ দিয়েছি তার সুর্নিদিষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। হাসপাতালের সাধারণ সম্পাদক ও সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক তার বিরুদ্ধে কেন তদন্ত করছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা চাই আমাদের দেওয়া অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা হোক।

অভিযোগের ব্যাপারে মিলন হোসেন বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দিয়েছে তার কোন সত্যতা নেই। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের বলেন, যেহেতু জেলা প্রশাসক ওই হাসপাতালের সভাপতি। বর্তমানে জেলা প্রশাসক নেই এ জন্য তদন্ত কমিটি বা ব্যবস্থা নিতে পারছি না। নতুন জেলা প্রশাসক এলেই অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিব।

তথ্য না দিয়ে সাংবাদিককে হয়রানি অভিযোগ গাংনীর ইউএনওর বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার নিকট তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে এখন আতংকের মধ্যে রয়েছেন আবেদনকারী সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ। ইউএনও প্রীতম সাহা এখন সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদের বিরুদ্ধে

সাধারণ ডায়েরি করেছেন এবং নানাভাবে সায়েস্তার পাশাপাশি হয়রানি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এঘটনায় সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের দফতরে আবেদন করেছেন। বিষয়টি তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিভাগীয় কমিশনার বরাবর লেখা আবেদনে সাংবাংদিক ফয়েজ আহমেদ বলেন, গত ১৩ মার্চ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ০৮ ধারা অনুযায়ী গাংনী উপজেলা প্রশাসনের কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে আমি আবেদন করেছিলাম। সে আবেদনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য দেননি উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। তথ্য না পেয়ে বিধি অনুযায়ী আমি গত ১৫ মে তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে আপিল করি। আপিল সুনানি করে আপিল কতৃর্পক্ষ কোনো আদেশ দেননি। আপিল কর্তৃপক্ষ না দেওয়ায় বিধি অনুযায়ী ২৮ জুন প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করি। প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করার পর থেকেই গাংনী উপজেলা নির্বাহী আফিসার প্রীতম সাহা জানতে পেরে তথ্য না দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত ভাবে মিথ্যা মামলায় আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ৩ জুলাই তারিখে রাত ১১ টার সময় গাংনী থানার একজন এসআই কে আমার গ্রামের বাড়ি বাঁশবাড়ীয়া দক্ষিণপাড়াতে মাদ্ররাসার খোঁজ খবর নেওয়ার নাম করে আমাকে ধরতে পাঠিয়েছিলেন। ওইদিন আমি গ্রামের বাড়িতে না থাকায় উপজেলা নির্বাহী আফিসারের অপকৌশল কাজে লাগাতে না পেরে। উপজেলা নির্বাহী আফিসার প্রীতম সাহা আমাকে তথ্য না দিয়ে আমার স্বাক্ষর নানা তালবাহানা শুরু করেন। এক পর্যায়ে আমাকে তথ্য দিয়েছেন এবং আমি বুঝে পেয়েছি এমন একটি ভূয়া কাল্পনিক প্রাপ্তী শিকারপত্র তৈরী করেছেন।

তিনি আমাকে তথ্য দিয়েছেন আর আমি তথ্য বুঝিয়া পেয়েছি এমন একটা মিথ্যা প্রাপ্তি শিকার ও আমি তথ্য চেয়ে উপজেলা নির্বাহী আফিসার বরাবর যে আবেদন করেছিলাম ওই আবেদনটি প্রত্যহার করছি এমন একটি চিঠি উপজেলা নির্বাহী আফিসার লিখে আমার সাক্ষর নেওয়ার জন্য গত ৫ জুলাই ৩ জন জনপ্রতিনিধিকে আমার মেহেরপুর শহরের ভাড়া করা বাসায় পাঠিয়েছিলেন। ওই ৩ জন জনপ্রতিনিধি আমার সাক্ষর নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ জোর জুলুম করেছিলেন। কিন্তু উপজেলা নির্বাহী আফিসার পাঠানো ২টি আবেদনে আমি সাক্ষর করিনি। উপজেলা নির্বাহী আফিসারের পাঠানো প্রাপ্তি স্বীকার আবেদনে আমার স্বাক্ষর কেউ যদি নকল করে করে উপজেলা নির্বাহী আফিসারের কাছে দিয়ে থাকে তাহলে সেই প্রাপ্তি

স্বীকার ও আবেদনটি গ্রহণ না করার জন্য আবেদন করছি।

এদিকে ফয়েজ আহামেদ আরও বলেন, প্রীতম সাহা সরকারের তথ্য অধিকার আইনকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে আমাকে মামলায় ফাঁসানোর জন্য বিভিন্ন অজুহাত তৈরী করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি নিজে ও অন্য এক ব্যক্তিকে দিয়ে গাংনী থানায় আমার নামে মিথ্যা সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বলে জানতে পেরেছি। ইউএনও প্রীতম সাহার কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে আবেদন করে আমি এখন প্রাণভয়ে শংকিত রয়েছি।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে সরকারি বরাদ্দের বিভিন্ন তথ্য চেয়ে আবেদন করাই প্রীতম সাহা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। ফয়েজ আহমেদ অভিযোগ করেন তথ্য না দিয়ে এখন নানাভাবে হয়রানি ও বেকায়দায় ফেলার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ইউএনও প্রীতম সাহা।

এদিকে এ বিষয়ে মতামত জানতে গতকাল সন্ধ্যায় মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় থেকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ভেটেরিনারি সার্জন ছাকিবুলের অনিয়মই যেন নিয়ম!

মেহেরপুর সদর উপজেলার প্রাণি সম্পদ অফিসের ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ সৈয়দ ছাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতির নানা অভিযোগ উঠেছে।

এক্সপোজার ভিজিটের টাকা আত্মসাৎ, সরকারি ডরমেটরি কর্মচারির নামে বরাদ্দ নিয়ে নিজে বসবাস, জরুরী সেবায় ব্যবহৃত এমভিসি গাড়িটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, চিকিৎসা সেবা প্রদান করে খামারীদের কাছ থেকে অর্থ নেয়া, নিজে চিকিৎসা না দিয়ে বহিরাগতদের দিয়ে প্রতিদিন হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদানসহ সীমাহিন অনিয়ম ও দুর্ব্যবহারে ভুক্তভোগীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ডা. সৈয়দ ছাকিবুল ইসলাম ২০২১ সালে ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসে যোগদান করেন । বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্বে আছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাণি সম্পদ দফতর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এক্সপোজার ভিজিট বাবদ বরাদ্দ এসেছে ১১ লাখ ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা। এক্সপোজার ভিজিট বলতে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য এক দল খামারিকে তাদের এলাকা থেকে অন্য এলাকার একটি খামার পরিদর্শনকে বোঝায়। অন্য এলাকার খামারিরা যেসব নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন বা উন্নয়ন সাধন করেছেন বা গবেষণা কেন্দ্রে বা খামারে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে সেসব কার্যক্রম ভিজিটের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার খামারিদের প্রদর্শন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করানো হয়। এ বিষয়ে ব্যয় বাবদ অংশগ্রহণকারীদের ভাতা, এলএসপি ভাতা, ভিএস/ইউএলওদের সম্মানি, পরিবহন খরচ এবং খাবার বাবদ খরচ হয়ে থাকে। ৬৩০ জনের উপর এই ব্যয় হবার কথা এবং দায়িত্বরত অফিসার ১টি ভিজিটের জন্য সম্মানি হিসেবে ১ হাজার টাকা করে পাবেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই প্রকল্পে মোট ৫টি এক্সপোজার ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছর ৬ জুলাই ১ম ভিজিটে চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালায় হাস খামারে ব্যয় হয়েছে ১০০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৬২ টাকা। ২ জুলাই ২য় ভিজিটে চুয়াডাঙ্গার কোষাঘাটা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ছাগল খামারে ব্যয় হয়েছে ১৪০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৪২ হাজার ৮৪৫ টাকা। ৪ জুলাই ৩য় ভিজিটে দামুড়হুদা পোড়াপাড়ার রাজা এগ্রো ফার্মে ব্যয় হয়েছে ১১০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ১২ হাজার ৩৮০ টাকা। ৮ জুলাই ৪র্থ ভিজিটে বারাদি, আলমডাঙ্গার বারাদিতে তাহাজুদ্দিন এগ্রোতে ব্যয় হয়েছে ১২০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ২৩ হাজার ৪৩০ টাকা। ১০ জুলাই ৫ম ভিজিটে কুষ্টিয়ার মিরপুরে দিশা এগ্রো ফার্মে ব্যয় হয়েছে ১৬০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৬২হ হাজার ৯৬০ টাকা। ৫টি ভিজিটে ব্যয় ৬ লাখ ৪১ হাজার ৬৪৭ টাকা। অবশিষ্ট ৪ লাখ ৯৭ হাজার ৫৫৩ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ ছাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, তিনি গত ১৩ জুন মেহেরপুর সোনালি ব্যাংক থেকে বরাদ্দের ১১ লাখ ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা একসাথে উত্তোলন করেন।

অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, পশু-পাখির জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ক্লিনিকের জন্য এমভিসি নামক একটি ডাবল কেবিন পিকআপ আছে। দ্রুততম সময়ে খামারিদের দোরগোড়ায় জরুরী চিকিৎসাসেবা পৌছানোর জন্য এই গাড়িটি ব্যবহার হয়ে থাকে। খামারিরা বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা

পাওয়ার কথা। এর জন্য গাড়িটির একটি হটলাইন নাম্বার ১৬৩৫৮ রয়েছে। এখানে ফোন করে তাৎক্ষণিক সেবা পাওয়া সম্ভব। ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম এই গাড়ি ব্যবহার করে খামারিদের সেবা দিচ্ছেন, বিনিময়ে অর্থ নিচ্ছেন নিয়মিত।

মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামের খামারি সাইফুল ইসলামের কাছে থেকে সেবা দিয়ে টাকা দাবি করেছেন ২২০০ টাকা। খামারি তাকে দিয়েছেন ২০০০ টাকা। একইভাবে শুভরাজপুরের সিরাজের ছেলে খামারি মনিরুল দিয়েছেন ৩৫০০ টাকা। একই গ্রামের ঝন্টু মিয়ার ছেলে খামারি তাহেরের কাছ থেকে ৪০০০ টাকা, একই গ্রামের সিরাজের ছেলে খামারি আমিরুলের কাছ থেকে ২ কিস্তিতে ৩০০০ টাকা, হরিরামপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে খামারি শুভ’র কাছ থেকে ২ মাস আগে ৫ হাজার টাকাসহ আরো অনেকের কাছ থেকে চিকিৎসা বাবদ টাকা নিয়েছেন।

জানা গেছে, প্রাণি সম্পদ সদর অফিসের ২য় তলায় ডরমেটরি আছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিরা বেতনের বাড়ি ভাড়া অংশের ২৫ শতাংশ টাকার বিনিময়ে রুম ভাড়া নিতে পারেন। ভেটেরিনারি সার্জনের মূল বেতন বেশি হওয়ায় নিজের নামে ডরমেটরি ভাড়া না নিয়ে কর্মচারি নাজমুল হক (ভিএফএ) এর নামে ১টি রুম বরাদ্দ দেখিয়ে ২টি রুম ফ্যামিলি নিয়ে ব্যবহার করছেন। অফিস সহকারি আজহারুল ইসলাম বলেন, প্রতি মাসে নাজমুল হক (ভিএফএ) ১২০৪ টাকা ডরমেটরির ১টি রুমের ভাড়া বাবদ সোনালি ব্যাংক প্রধান শাখায় চালানের মাধ্যমে জমা দেন। সেখানে ২টি রুম নিয়ে পরিবারসহ বসবাস করছেন ডাঃ সার্জন ছাকিবুল ইসলাম।

সরেজমিনে দেখা যায়, কোনো প্রকার চিকিৎসা সম্পর্কিত ডিগ্রী না থাকা সত্ত্বেও প্রাণি সম্পদ হাসপাতালের আউটডোরে প্রেসক্রিপশন লিখছেন, বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করছেন এবং রেজিস্টার খাতা লিখছেন। রোগীর মালিকের নাম, রোগের বিবরণ এবং চিকিৎসা রেজিস্টার খাতায় লিখতে হয়। সেই খাতাটিও বহিরাগতদের দিয়ে করানো হচ্ছে। যা ভেটেরনারি সার্জনের কাছে রেজিস্টার খাতা থাকার কথা। নাজমুল, জনি রাহা, মুফাক্ষেরসহ বহিরাগত আরো অনেকে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। সাংবাদিক দেখে অনেকেই দৌড়ে পালিয়ে যান। উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা (ইউএলও) ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও নেমপ্লেটে ভারপ্রাপ্ত শব্দটি না লিখে প্রতারণা করছেন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম। এছাড়াও তার চেম্বারের পুরো টেবিলটিতে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানী থেকে দেওয়া ওষুধের নাম সম্বলিত সিল রাখা হয়েছে।

অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম সকল

অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সবকিছু নিয়মের মধ্যে করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পের তথ্য চাওয়া হলে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করতে বলেন তিনি।

এ বিষয়ে জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ দেবেন্দ্র নাথ সরকার (অ.দা.) বলেন, সদর ভেটেরিনারি সার্জন ডা. ছাকিবুল ইসলামের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে এনপিএস’র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ ন্যাশনাল প্রেস সোসাইটি (এনপিএস)’র সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খাঁন এর প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৭ এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব অডিটোরিয়ামে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভুক্তভোগী আবু হাসান ওয়াহেদ নামের এক ব্যক্তি।

ভুক্তভোগী জেলা শহরের আরাপপুর জামতলা সড়কস্থ মোঃ নুরুন নবী’র ছেলে আবু হাসান ওয়াহেদ ঝিনাইদহ ন্যাশনাল প্রেস সোসাইটির প্রতারকচক্রের সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খাঁন এর প্রতারণার সত্যতা তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

তিনি বলেন দীর্ঘ দুই বছর ন্যাশনাল প্রেস সোসাইটির দপ্তর সম্পাদক পদে থাকা কালীন সোসাইটির সভাপতি প্রতারক নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খাঁন এর যোগসাজসে আমাকে বাদী বানিয়ে হরিণাকুন্ডু উপজেলার সড়াতলা বর্তমান চটকাবাড়ীয়া গ্রামের গফুর বিশ্বাসের ছেলে মোঃ কুদ্দুস মিয়া’র নামে ১৭/১০/২০২২ ইং তারিখে হরি.সি.আর-২৭৩/২২ নম্বর মামলা করেন। পরবর্তীতে খোঁজ-খবর নিজে

জানতে পারি যে, আমাকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে বাদী করে নির্দোষ ব্যক্তি মোঃ কুদ্দুস মিয়া’র নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করান। আমি প্রকৃত সত্য ঘটনা জানতে পারি যে, মামলার আসামী কুদ্দুস মিয়া নির্দোষ। তাই আমি বিবেকের তাড়নায় আমার দায়ের করা মামলাটি প্রত্যাহার করে নিই। ন্যাশনাল প্রেস সোসাইটির সভাপতি প্রতারক নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খাঁন ক্ষিপ্ত হয়ে আমার উপর প্রতিশোধের নেশায় মেতে ওঠেন। এবং তারা সু-কৌশলে আমাকে দিয়ে ১০০/- (একশত) টাকার তিনটি নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ফাঁকা স্বাক্ষর করিয়ে নেন। বিগত ২০২৩ সালের ১ নভেম্বর প্রতারকচক্রের হোতা মহিউদ্দিনের মিথ্যা বয়ান এর কারণে আমাকে কোর্ট থেকে জেল হাজতে যেতে হয়। ৪ দিন জেল হাজতে থাকার পর ০৫/১১/২০২৩ ইং তারিখে জামিনে মুক্তি পায়। আমাকে জামিনে মুক্তি পাওয়ানোর জন্য আমার স্ত্রীর নিকট থেকে তারা ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং ১০০/- (একশত) টাকার ৩টি নন-জুডিসিয়াল ফাঁকা স্ট্যাপ ও একই সাথে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, ঝিনাইদহ শাখার একটি স্বাক্ষরিত চেক নেয়। আমি চলতি বছরের গত ২৭ জানুয়ারি ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করি।

বর্তমানে এই প্রতারকচক্র আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনদের বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি দিচ্ছে এই বলে যে, তাদেরকে মোটা অংকের টাকা দিতে হবে তা না হলে আমার পরিবারের জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না। তাই আমি ও আমার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এই প্রতারকচক্রের মুলহতার মুখোষ উন্মোচন করে প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের জালিয়াতির দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত দুই প্রতারক ন্যাশনাল প্রেস সোসাইটির সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খাঁন এর সাথে মোবাইলের মাধ্যমে একাধিকবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আওয়ামীলীগ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পায়নি কানাডার আদালত

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ, তার অঙ্গসংগঠন যুবলীগ, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কানাডায় ২০১৯ সালের মার্চে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চান বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদ নামে একজন বাংলাদেশি। তবে তার শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল কানাডার শরণার্থী সুরক্ষা বিভাগ (আরপিডি)। অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকায় সেটি প্রত্যাখান করা হয়। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলেও মাসুদ আদালতকে যথাযথ প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় কানাডার ফেডারেল আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন। গত ১২ অক্টোবর মামলা খারিজ করে রায় প্রকাশ করে কানাডার ফেডারেল আদালত।

মামলার রায়ে বলা হয়, বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদের অভিযোগগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনি আরপিডি। যার প্রেক্ষিতে মাসুদ শরণার্থী আপিল বিভাগে (আরএডি) আবেদন করেন। আপিল করার পরে, তিনি তার পক্ষে নতুন প্রমাণ দাখিল করার চেষ্টা করেছিলেন। আরপিডির তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মাসুদ। আরএডি নতুন প্রমাণ গ্রহণ করেনি কারণ সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি এবং আপিলটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

ফেডারেল আদালতের নথিতে বলা হয়, মাসুদ তার আপিল খারিজের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয়ে বেশ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এগুলোকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পার- মূল নথিগুলো দেখার জন্য আরএডির অনুরোধের ন্যায্যতা; নতুন প্রমাণ গ্রহণ না করার এবং মৌখিক শুনানি না করার আরএডির সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ এবং আরএডির বিশ্বাসযোগ্যতার তদন্তের চ্যালেঞ্জ।

কানাডার ফেদারেল আদালতের বিচারক সাদ্রেহাশেমী রায়ে বলেন, ‘মাসুদ আমাকে সন্তুষ্ট করেননি যে আরএডির প্রক্রিয়াটি অন্যায্য ছিল বা

নতুন প্রমাণ এবং বিশ্বাসযোগ্যতার উপর এর মূল অনুসন্ধানগুলো অযৌক্তিক। প্রাপ্তকারণগুলোর উপর ভিত্তি করে, আমি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আবেদনটি খারিজ করে দিচ্ছি।

রায়ে বলা হয়, মাসুদ বাংলাদেশের নাগরিক। তার অভিযোগ, তার বাবা-মা ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে তার মায়ের বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সমাবেশ আয়োজনে জড়িত ছিলেন। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে মাসুদ অভিযোগ করেন যে, আওয়ামী লীগ তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বিএনপি সমর্থন এবং সরকার বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে। মাসুদ বলেন, ২০১৮ সালের জুলাই মাসে তার বাবা আওয়ামী লীগকে দাবি করা টাকা দিতে অস্বীকার করায় তার ওপর হামলা চালানো হয় ‘

এর পরের মাসে মাসুদ স্টুডেন্ট ভিসায় কানাডায় আসেন। কানাডায় আসার পর থেকে তার বাবা-মাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তার বাবাকে অপহরণ করা হয়েছে এবং যুবলীগের সদস্যরা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। মাসুদ আরও দাবি করেছেন যে, পুলিশ তার মাকে ডেকে নিয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

মাসুদ ২০১৯ সালের মার্চ মাসে কানাডায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দাবি করেছিলেন। ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তার শরণার্থী দাবির শুনানি হয়। শুনানির পরে, আরপিডি পুলিশ এবং আদালতের নথিগুলোর মূল কপি দেখতে চাওয়া হয়। তবে তদন্তে সেই মূল কপিগুলো কম্পিউটারে এডিট করে বানানো বলে মনে হয়। যার ফলে আরও প্রমাণ এবং এই সংক্রান্ত নথি তার কাছে চাওয়া হয়। মাসুদ আরপিডিকে মূল তথ্য সরবরাহ করেছিলেন এবং এই বিষয়ে আরও প্রমাণ এবং উপস্থাপনা দাখিল করেছিলেন। আরপিডি ২০২১ সালের জুনে তার শরণার্থী আশ্রয় দাবি প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তার সরবরাহ করা পুলিশ এবং আদালতের রেকর্ডগুলো জালিয়াতি বলে মনে করে আরপিডি এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মাসুদের অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এরপর ২০২১ সালের জুন মাসে মাসুদ আরপিডির বাতিল করা আবেদনের বিরুদ্ধে একটি আপিল আরএডি’র কাছে দায়ের করেন। মাসুদের আইনজীবী নতুন প্রমাণ এবং আপিলের উপর আইনী উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সময়ের জন্য বেশ কয়েকটি অনুরোধ করেছিলেন। আরএডি এই অনুরোধগুলো মঞ্জুর করেছে। আরপিডির মতো, আরএডি প্রাথমিকভাবে আরপিডিতে জমা দেওয়া কিছু নথির মূল এবং আরএডিতে দায়ের করা নতুন প্রমাণের মূল কাগজ দেখার জন্য অনুরোধ করেছিল। তবে আপিলের সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে

মাসুদ কোন মূল কাগজ জমা দেননি।

আরএডি ২০২২ সালের ২১ শে মার্চ আপিলটি খারিজ করে দেয়। আরপিডির মতো, আরএডি দেখতে পেয়েছে যে মাসুদ তার দাবি প্রমাণ করতে জালনথি জমা দিয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম ২০১৭ সালে মোহাম্মাদ জুয়েল হোসেন গাজী নামে ঢাকার মিরপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলের একজন কর্মীর কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হওয়ার পর কানাডার ফেডারেল কোর্টে রিভিউর আবেদনে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলা হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বিএনপির কর্মী হিসেবে মো. মোস্তফা কামাল নামে এক ব্যক্তি আশ্রয় চাইলে দ্বিতীয় দফায় বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। একই বছরের অক্টোবরে মাসুদ রানা এরপর ২০২২ সালে ছাত্রদল কর্মী সেলিম বাদশার অভিবাসন নাকচ করার সময়ও বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করেন কানাডার আদালত।

সর্বশেষ গত ১৫ জুন মোহাম্মদ জিপসেদ ইবনে হক নামে এক বিএনপিকর্মী কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে তা নাকচ করে দেন দেশটির ফেডারেল কোর্ট। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ওই ব্যক্তি এমন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেই সংগঠন বল প্রয়োগ এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছে। রিভিউর আবেদন নিষ্পত্তিকালে আদালতের বিচারক বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেন।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষক শাকিলের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের মানবন্ধন

চুয়াডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারি শিক্ষক শাকিল আরাফাতের বিরুদ্ধে মানবন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়ে এই মানবন্ধন করে। বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক শাকিল আরাফাত শিক্ষার্থীদের প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকানো, শ্লীতাহানি করা, হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে সঠিত বিচারের দাবিতে এই মানবন্ধন করে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।

এসময় মানবন্ধন করতে করতে চুয়াডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ে থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এসে অবস্থান নেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এই শিক্ষকের বিচারের দাবিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার বরাবর একটা স্মারকলিপি প্রদান করেন। এরপর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে অবস্থানের সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা চাই এই শিক্ষকের দীর্ঘ মেয়াদের সাজা হোক। এরপরে যেন কোনো শিক্ষার্থীর এই কুদৃষ্টিতে তাকানো, শ্লীতাহানি করা, হুমকি দিতে না পারে সেজন্য এই শিক্ষকের কঠিন বিচার চাই। এই শিক্ষক শাকিল আরাফাত প্রতিনিয়ত আমাদের সহপাঠিদের কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। অনেক শিক্ষার্থীকে ভয় দেখিয়েও খারাপ কাজ করতে বাধ্য করেছে। এখন আমাদের মুখ খুলার সময়। অনেকে ভয় আর লজ্জার কারণে মুখ খুলতেও পারিনি অনেক শিক্ষার্থী। তাই এইরকম যেন না হয় শিক্ষার্থীদের আর সেজন্য এই শিক্ষকের কঠিন শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে । কঠিন শাস্তির আওতায় না নিয়ে আসলে মানবন্ধন অব্যাহত থাকবে।

পরে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা শিক্ষার্থীদের মানবন্ধনের সামনে এসে বলেন, চুয়াডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারি শিক্ষক শাকিল আরাফাতের ইতিমধ্যে আইনের আওতাই নিয়ে আসা হয়েছে। এ সময় তিনি আরও বলেন তার অপরাধের জন্য তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। এই আশ্বাস কথা শোনার পর শিক্ষার্থীরা তারা তাদের মানবন্ধন স্থল ছেড়ে চলে যায় তাদের শ্রেণি কক্ষে।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ওই বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী শিক্ষক শাকিল আরাফাতকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার বিকেলে ওই শিক্ষার্থীর বাবা চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় গিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করে। গ্রেফতারকৃত শিক্ষক শাকিল আরাফাত ঝিনাইদহ জেলার

কালিগঞ্জ উপজেলার ফরাশপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। গত ৪ আগষ্ট অন্যান্য দিনের মতো ব্যাচে পড়তে যায় ওই শিক্ষার্থী। পড়া শেষ হলে ছুটির সময় শিক্ষক শাকিল ওই শিক্ষার্থীকে জানান- স্কুলের ৮ম শ্রেণির ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা তাকে একটু দেখে দিতে হবে। সেজন্য পরের দিন সকালে সে যেন তার বাসায় সকালে আসে।

শিক্ষকের কথা মতো ওই শিক্ষার্থী পরের দিন শিক্ষক শাকিলের বাড়িতে যায়। বাড়িতে কেউ না থাকায় কথার কৌশলে ওই শিক্ষার্থীকে বেডরুমে নিয়ে বিভিন্ন কু-প্রস্তাব দিতে থাকে শিক্ষক শাকিল। অনেক শিক্ষার্থীকে ভয় দেখিয়েও খারাপ কাজ করতে বাধ্য করেছে। ওই সময় ওই শিক্ষার্থীর শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয় অভিযুক্ত শিক্ষক। এসময় ওই শিক্ষার্থী শিক্ষক শাকিলকে তার এমন অনৈতিক কার্যকলাপে বাধা দেয়। একপর্যায়ে শিক্ষককে ধাক্কা দিয়ে তার বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় ওই শিক্ষার্থী।